চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮খ্রি.

৩০ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীকে স্মার্টফোট দিলেন মাননীয় মেয়র

৩০ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে স্মার্টফোট বিতরণ করেছেন মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। আজ দুপুরে কর্পোরেশনের কেবি আবদুচ ছত্তার মিলনায়তনে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ইপসা'র সহযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মাননীয় মেয়র দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে এ স্মার্টফোট তুলে দেন। এ উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় সভাপতিত্ব করেন ইপসা'র ট্যোবাকো কন্ট্রোলার প্রজেক্টের কো-অর্ডিনেটর নাসিম বানু শ্যামলী। বক্তব্য রাখেন তামাক বিরোধী মিডিয়া সেল আত্মার আহবায়ক আলমগীর সবুজ, সদস্য লতিফা আনসারী লুনা, ইপসা'র প্রোগ্রাম অফিসার উমর সাহেদ হিরা, ইপসার ভাষ্কর ভট্টচার্য প্রমুখ। এ স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীরা একটি এ্যাপসের মাধ্যমে ফোন করা, ইন্টারনেট ব্যবহার, নেটে গুরুত্বপূর্ণ জার্নাল ও বই পুস্তক পড়তে পারবে। তাদের এ কার্যক্রমে কারিগরি সার্বিক সহযোগিতা করেছে ইপসা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, প্রতিবন্ধীদের মাঝে স্মার্ট ফোন বিতরণের এ কার্যক্রম একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। তিনি এ কার্যক্রমে এগিয়ে আসায় আয়োজকদের অভিনন্দন জানান। মেয়র বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রতিবন্ধীদের মাঝে স্মার্ট ফোন বিতরণের মাধ্যমে সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কার্যক্রম আরো একধাপ এগিয়ে গেল। তিনি বলেন,প্রত্যেক নাগরিক এর সম সুযোগ সুবিধা ও অধিকার নিশ্চিতে প্রধানমন্ত্রী কাজ করে যাচ্ছেন। দেশের প্রায় দেড় কোটি মানুষ প্রতিবন্ধী। এদের বাদ দিয়ে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রতিবন্ধিরাও চেষ্টা করলে অন্য স্বাভাবিক মানুষদের মত স্বাবলম্বি হয়ে দেশের উন্নয়নে স্রোত ধারায় সামিল হতে পারে। মেয়র

ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী এ টু আই প্রজেক্টের মাধ্যমে বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করে বলেন, যা বাস্তবায়ন হলে প্রতিবন্ধী সহ সকল মানুষেরা উপকৃত হবে।

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮খ্রি.

পাঠানটুলি ওয়ার্ডে উন্নয়ন কাজের উদ্বোধনকালে মাননীয় মেয়র

মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, চলতি বছরের মধ্যে সকল রাস্তাঘাট আলোকায়ন ও নগরীকে পরিচ্ছন্ন নগরীতে পরিণত করা হবে। ইতোমধ্যে নগরীর ৫০ শতাংশ সড়কে আলোকায়ন করা হয়েছে। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমেও দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে। রাতে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের মাধ্যমে নগরবাসীকে একটি সুন্দর শুভ্র সকাল উপহার দেয়ার চেষ্টা করছি। এই বছরের মধ্যেই নগরীকে শতভাগ পরিচ্ছন্ন নগরী হিসেবে গড়ে তুলবো। তিনি আজ মঙ্গলবার সকালে আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকার জনতা ব্যাংক কর্পোরেট শাকার সামনে ২৮ নং পাঠানটুলী ওয়ার্ডস্থ শেখ আলমগীর যাদুঘর এরিয়া রোড, কমার্স কলেজ রোডের উন্নয়ন কাজের উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। ২৭ ফুট দৈর্ঘ্যের এই দুটি সড়কের উন্নয়ন কাজে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২ কোটি ৯০ লাখ ৫৫ হাজার ৬ শত টাকা ব্যয় হবে। চলতি বছরের ১১ জুনের মধ্যে এসকল উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা হবে। এসকল উন্নয়নকাজের উদ্বোধনকালে ২৮ নং পাঠানটুলী ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর মো. আবদুল কাদের, সম্মানিত কাউন্সিলর শৈবাল দাশ সুমন, সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর ফেরদৌসি আকবর, রাজনীতিক বখতেয়ার উদ্দিন খান, জনতা ব্যাংক আগ্রাবাদ কর্পোরেট শাখার জিএম মো. তাজুল ইসলাম, ডিজিএম সিরাজুল করিম মজুমদার, সমাজসেবক সেলিম রেজা খান, ওবায়দুল করিম, মোস্তাক আহমেদ টিপু, কর্পোরেশনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, নির্বাহী প্রকৌশলী বিপ্লব দাশ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির বলেন, সিটি কর্পোরেশনের প্রধান তিনটি কাজ হলো নগরীতে আলোকায়ন নিশ্চিত, নগরীর ময়লা আবর্জনা পরিস্কার ও রাস্তাঘাটের উন্নয়ন করা। কিন্তু এর বাইরেও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ভর্তুকি দিয়ে সেবা প্রদান করছে। তিনি শিক্ষা খাতে প্রতিবছর ৪৩ কোটি ও স্বাস্থ্য খাতে ১৩ কোটি টাকা ভর্তুকি ও কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতা খাতে প্রতি মাসে ২০ কোটি টাকা দিতে হয় বলে উল্লেখ করেন। মাননীয় মেয়র বলেন, এসকল সেবা প্রদানের

জন্য সম্পুর্নভাবে নগরবাসীর দেয়া করের উপর নির্ভর করতে হয়। অথচ কর প্রদানের ক্ষেত্রে নগরবাসীর মধ্যে কিছু কিছু মহল বিভ্রান্তি ও ধুম্রজাল সৃষ্টি করছে যা অনভিপ্রেত অনকাঙ্ক্ষিত। এতে নগরীর উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যহত হতে পারে। তিনি শীঘ্রই আগ্রাবাদ এক্সেস রোডে ফ্লাইওভার নির্মাণ করা ও নগরীর প্রত্যক ওয়ার্ডকে সৌন্দর্য্যবর্ধনের আওতায় আনা হবে বলে জানান। মেয়র জলাবদ্ধতাকে একটি কঠিন সমস্যা বলে উল্লেখ করে এর জন্য জলবায়ু পরিবর্তন, অপরিকল্পিত নগরায়ন, জলাশয় ভরাট, নালা-খাল দখল, পাহাড় কেটে ফেলাকে দায়ি করেন। তিনি বলেন, নগরীতে ৪১ শতাংশ এলাকা ছিল পাহাড়ি। এক শ্রেণির অসাধু ব্যক্তি পাহাড় কেটে ফেলার কারণে বৃষ্টির সময় পাহাড়ি বালি-মাটিতে নালা খাল ভরাট হয়ে জলাবদ্ধতা প্রকট আকার ধারণ করে। মেয়র এজন্য নগরবাসীকে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি কর্পোরেশনের উদ্যোগে পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে কিছু নির্দিষ্ট পাহাড়ে পরিক্ষামুলকভাবে “জাদুর ঘাস বিন্যাঘাস” লাগানো হবে বলে উল্লেখ করে। পরে মেয়র ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে পাঠানটুলী শেখ আলমগীর যাদুঘর এরিয়া রোড, কমার্স কলেজ রোডের উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন করেন। এসময় দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মুনাজাত করা হয় মুনাতাজ পরিচালনা করেন সৈয়দ হাসান মসজিদের সহকারী ইমাম মো. মহসিন।

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮খ্রি.

সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে মাননীয় মেয়রের সাথে জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনষ্টিটিউট প্রতিনিধি দলের মতবিনিময়

মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেছেন, দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। নারীদের পেছনে রেখে কোন উন্নয়ন সম্ভব নয়। মেয়র বলেন, সাধারন কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের মধ্যে কোন ধরনের পার্থক্য থাকা উচিত নয়। তিনি নারীর ক্ষমতায়নে সুনিদ্দিষ্ট নীতিমালা প্রনয়ন করে আইন সংশোধন করার আহবান জানান। তিনি জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনষ্টিটিউট প্রতিনিধিদের এ ধরনের উদ্যোগকে সময় উপযুগি ও কার্যকরী পদক্ষেপ বলে মন্তব্য করেন। মেয়র এ ধরনের উদ্যোগকে চলমান রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি দলকে পরামর্শ দেন। ১৩ ফেব্রæয়ারি ২০১৮ খ্রি. বিকেলে চসিক সম্মেলন কক্ষে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে মাননীয় মেয়রের সাথে জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনষ্টিটিউট প্রতিনিধি দলের

মতবিনিময় সভায় মেয়র এসব কথা বলেন। মতবিনিময় সভায় প্যানেল মেয়র জোবাইরা নার্গিস খান, সাবেক প্যানেল মেয়র রেখা আলম চৌধুরী, ওয়ার্ড কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর, চসিক সচিব মোহাম্মদ আবুল হোসেন, এনআইএলজি যুগ্ম পরিচালক ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়ের উপ সচিব প্রবীর কুমার চৌধুরী, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. সেলিম জাহাঙ্গীর, চেম্বার অব কমার্স পরিচালক অহিদ সিরাজ চৌধুরী স্বপন, সাংবাদিক ডেইজি মওদুদ, ইলমা'র প্রধান নির্বাহী জেসমিন সুলতানা পারু, কাপাসগোলা সিটি কর্পোরেশন মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মনোয়ার জাহান বেগম, এনআইএলজির গবেষনা কর্মকর্তা মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, সহকারী গবেষনা কর্মকর্তা মো. মাফুজার রহমান, ব্রাইট বাংলাদেশ ফোরম এর চিফ এক্সিকিউটিভ উৎপল বড়–য়া সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় সভার পূর্বে সকালে সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের সাথে এনআইএলজি প্রথম অধিবেশন সম্পন্ন করে।

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮খ্রি.

আইন শৃংখলা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন নগরীর ৪১ টি ওয়ার্ডে মাদক সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে জনসচেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রত্যেক ওয়ার্ডে কাউন্সিলরদের আহবায়ক করে সভা ডাকার আহবান জানান। তিনি মাদক নির্মূলে নগরীর আইনশৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়নে কাউন্সিলর, চসিক ম্যাজিস্ট্রেট, সুশীল সমাজ ও এলাকার ব্যবসায়ী, সমাজ সেবক, পরিবহন মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি গঠনের পরামর্শ দেন। চলতি মাসে ৩টি ওয়ার্ডে মাদক সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ বিরোধী সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। মেয়র আইনশৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়নে ষ্ট্যান্ডিং কমিটির নেতৃবৃন্দকে মাঠ পর্যায়ে কাজ করার আহবান জানান। আইন শৃংখলা ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় উপস্থিত ছিলেন কমিটির চেয়ারম্যান কাউন্সিলর এইচ এম সোহেল, প্যানেল মেয়র জোবাইরা নার্গিস খান, কাউন্সিলর জয়নাল আবদীন, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আফিয়া আখতার প্রমুখ।

সংবাদদাতা
মো. মিজানুর রহমান